



নারী কর্মক্ষেত্রে

লেখক: অনুভব রহমান | প্রকাশিত: 15 August 2026, 02:29 AM | বিভাগ: এইচআরএম



স্বপ্ন নিয়ে যাত্রা শুরু করা লক্ষ্য নারীর অদখো বাস্তবতা, সংগ্রাম, সম্ভাবনা, সাফল্য এবং মাঝপথে হারিয়ে যাওয়া নতৈত্বে অপ্ৰকাশিত গল্প

নারী কিসত্য়ই ক্য়ারিয়ার ছড়ে দেয়, নাকি আমরা তাঁদে হারিয়ে ফলে? “বশি বছর আগে যসেব তরুণীকে আমকির্মজীবন শুরু করতে দেখেছেলিাম, তাঁদে অনেকেকই আজ নতৈত্বে টবেলিে দেখোর কথা ছিলি। কনিত্তু তাঁদে অনেকেই সখোনে নই।” এই অনুপসত্য়তিহি আমাকে বছরে পর বছর একটিপ্ৰশ্নরে সামনে দাঁড় করিয়েছে। দুই দশকরেও বেশি সময় ধরে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত থকে আমি হাজারো মানুষরে ন্যি়োগ, পদোন্নতি, নতৈত্বে উত্তরণ এবং ক্য়ারিয়ারে উত্থান-পতনরে গল্পরে সাক্ষী হয়েছি। কনিত্তু যতবার নতৈত্বে উচ্চ পর্যায়রে দকি তাকিয়েছি, ততবার মনে হয়েছে আমরা যনে কোথাও কিছু হারিয়ে ফলেছি।

প্ৰতি বছর দশেরে সেরা বশিবদ্যিালয়গুলো থকে অসংখ্য মধোবী, আত্মবশিবাসী এবং উচ্চাভিলাষী

তরুণী কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। তাঁরা আসনে স্বপ্ন নিয়ে, নিজের পরচিয় গড়ার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এবং পরবর্তন আনার সাহস নিয়ে। দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন গ্র্যাজুয়েটে ট্রেনিং, ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং কিংবা ফিচার বা ইয়ং লডারস ডভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম -এ তাঁরা পুরুষ সহকর্মীদের সঙ্গে সমানতালে প্রতিযোগিতা করে নিজের জায়গা করে নেন। সেনি তাদের দেখে মনে হয় এরাই ভবিষ্যতের নত। কিন্তু দশ, পনেরো কিংবা বশি বছর পরে প্রশ্নটা ফিরে আসে তাঁরা কোথায়?

বাংলাদেশে নারীর কর্মসংস্থান- কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে নারীদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার প্রায় ৩৯ শতাংশ।
- উচ্চশিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ গত দুই দশকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।
- এন্ট্রল-লিভেলে ও গ্র্যাজুয়েটে ট্রেনিং প্রোগ্রাম -এ নারীদের উপস্থিতি আশাব্যঞ্জক হলেও সিনিয়র লডারশিপ ও বোর্ড পর্যায়ে তাদের প্রতিনিধিত্ব এখনও সীমিত।
- আন্তর্জাতিক গবেষণা অনুযায়ী নারীদের নতৃত্ব পেট্রোলিয়ামের অন্যতম বড় বাধা তৈরি হয় কর্মজীবনে প্রথম ব্যবস্থাপনাগত পদে উত্তরণের সময়, যাকে ম্যাকনেন্সি “ব্লকনে রাও” হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

তাঁরা কোথায় হারিয়ে যান?

আমার কর্মজীবনে অসংখ্য নারীকে দেখেছি, যারা তাদের ব্যাচের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় সদস্যদের মধ্যে ছিলেন। তাঁরা ছিলেন মধ্যবী, প্রশিক্ষী, দায়িত্বশীল এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অনেকে ক্ষেত্রেই তাঁরা তাদের পুরুষ সহকর্মীদের চেয়ে বেশি প্রস্তুত ছিলেন। তবুও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের অনেকেই আর নতৃত্বের পথে দেখা যায় না। তাঁরা ব্যর্থ ছিলেন না। অযোগ্যও ছিলেন না। তাঁরা চেষ্টা করেননি এমনও নয়। তবুও তাঁরা হারিয়ে গেছেন। আর সবচেয়ে বেনাদায়ক বিষয় হলো আমরা এই হারিয়ে যাওয়াকে প্রায়ই স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে মনে নই।

একটি প্রতিটি গল্প

ফিচার লডারস ডভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম -এর মেন্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করার সুবাদে কর্মজীবনে বিভিন্ন সময়ে পাঁচ শতাধিক মধ্যবী তরুণ-তরুণীর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। তাদের মধ্যে একজন অত্যন্ত মধ্যবী তরুণ নারী সহকর্মীর কথা আজও আমার মনে পড়ে। তিনি ছিলেন তাঁর ব্যাচের অন্যতম সেরা পারফরমার। নতৃত্বের সম্ভাবনা ছিল অসাধারণ। দ্রুত পদোন্নতি পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রায়

সব গুণই তাঁর মধ্যে ছিল। তারপর বয়সে হলো। কিছুদিন পর মাতৃত্ব। জীবনের নতুন অধ্যায়ের সঙ্কে সঙ্কে তাঁর অগ্রাধিকারের তালিকাও বদলাতে শুরু করল। যে মানুষটি একসময় নতুন চ্যালেঞ্জ গ্রহণে সবসময় প্রস্তুত থাকতেন, তিনি ধীরে ধীরে কিছু কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হলেন।

প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সময় বরো করা তাঁর জন্য কঠিন হয়ে পড়ল। গুরুত্বপূর্ণ ও উচ্চ-চাপের বিভাগে কাজ করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি এমন একটি পোস্টিং বছে নতিে চাইলেন, যখনে কর্মস্থল বাসার কাছাকাছি এবং পারিবারিক দায়িত্বের সঙ্কে সমন্বয় করা তুলনামূলকভাবে সহজ। নতুন দায়িত্ব নেওয়ার আগ্রহ কমে গেল। পদোন্নতির প্রতিযোগিতায় নিজেকে আগের মতো আর দেখলেন না। একসময় যে কর্মদক্ষতার মূল্যায়ন, পারফরম্যান্স রটেিং কিংবা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আলোচনা তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সেগুলো ধীরে ধীরে গুরুত্ব হারাতে শুরু করল। উৎকর্ষ অর্জনের আকাংক্ষার জায়গায় যেন এক ধরনের সমঝোতা এসে বসলো। মূল্যায়নে অসাধারণ না হলেও চলবে, প্রতিশ্যার চয়ে একটু কম হলেও সমস্যা নেই এমন এক মানসিক অবস্থার দিকে তিনি অজান্তেই এগিয়ে গেলেন। কয়েক বছর পর তিনি এখনও প্রতিষ্ঠানে ছিলেন। তাঁর কর্মদক্ষতা নিয়েও কোনো প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু সেই উচ্চাকাংক্ষী তরুণীটি যিনি একসময় তাঁর ব্যাচের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় সদস্যদের একজন ছিলেন এবং নেতৃত্বের স্বপ্ন দেখতেন ধীরে ধীরে যেন আড়ালে চলে গিয়েছিলেন। তিনি চাকরি ছাড়েননি কিন্তু তাঁর স্বপ্নটি ধীরে ধীরে ছোট হয়ে গিয়েছিল। এই গল্প আসলে একজন মানুষের নয়। বিভিন্ন নাম, ভিন্ন প্রেক্ষাপট এবং ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আমি এই গল্পের অসংখ্য সংস্করণ দেখেছি।

আর প্রতিবারই আমার মনে হয়েছে আমরা হয়তো একজন কর্মীকে হারাইনি, কিন্তু একজন সম্ভাব্য নতাকে হারিয়েছি।

নেতৃত্বের টবেলি নারীরা কোথায়?

বাংলাদেশে নারীর শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বড়েছে। কিন্তু একটি প্রশ্ন আমাদের সংভাবে করতে হবে কর্মক্ষেত্রে প্রবশের সংখ্যা বাড়লেও নেতৃত্বের পর্যায়ে সেই নারীরা কোথায়? কনে গরু্যাজুটে ট্রেনিং প্রোগ্রাম -এ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী থাকলেও বোর্ডরুম -এ তাঁদের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে কমে যায়? কনে মডি-ক্যারিয়ার পর্যায়ে এসে অসংখ্য মধোবী নারী তাঁদের গতি হারিয়ে ফেলেন? আন্তর্জাতিক গবেষণা বলছে, সমস্যার শুরু বোর্ডরুম -এ নয়। সমস্যার শুরু অনেকে আগে। ম্যাকনেসি-এর “ব্রোকেন রাঙ” গবেষণা দেখায়, কর্মজীবনের প্রথম ব্যবস্থাপনাগত পদে পদোন্নতির পর্যায়েই নারীরা সবচেয়ে বেশি পছিয়ে পড়েন। ফলে এন্ট্রি-লেভেলে -এ যে বৈচিত্র্য আমরা দেখি, নেতৃত্বের পর্যায়ে পট্টোতে পট্টোতে তার বড় অংশ হারিয়ে যায়।

চাকরিনয়, স্বপ্নের কষয়

আমাদের সবচেয়ে বড় ভুল ধারণাগুলোর একটি হলো আমরা মনে করিনারী কর্মক্ষেত্রে থেকে হারিয়ে গেলে তিনি চাকরি ছিড়ে দিয়েছেন। বাস্তবে বিষয়টি অনেক সময় ভিন্ন। অনেক নারী চাকরি ছাড়েন না। তাঁরা কর্মক্ষেত্রেই থাকেন। কিন্তু একসময় পদোন্নতি চাওয়া বন্ধ করে দেন। নতৃত্বের স্বপ্ন দেখে বন্ধ করে দেন। নতুন চ্যালেঞ্জ গ্রহণের আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। তাঁরা টিকে থাকেন, কিন্তু আর উড়তে চান না। এবং সম্ভবত এটাই সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

সমাজের অদৃশ্য বারতা

একজন ছেলেকে ছোটবেলা থেকে বলা হয় “নজিকে প্রতীতি করো।” “ক্যারিয়ার গড়ো।” “বড় কিছু করো।” অন্যদিকে একজন ময়েকে বলা হয়

“সব করতে পারো, তবে পরিবার আগে।” “সংসারই আসল।” “সন্তানের দায়িত্ব তোমার।” “ক্যারিয়ার গুরুত্বপূর্ণ, তবে তারও সীমা আছে।” এই বার্তাগুলো প্রকাশ্যে বলা হোক বা না হোক, ধীরে ধীরে সেগুলো একজন নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের অংশ হয়ে ওঠে।

আমাদের অদৃশ্য পক্ষপাত

একজন নতুন মা-কে আমরা জিজ্ঞেস করি “তুমি কি সবকিছু সামলাতে পারবে?” কিন্তু একজন নতুন বাবাকে কি একই প্রশ্ন করা হয়? একজন নারী রাত পর্যন্ত কাজ করলে আমরা ভাবি “পরিবার কী বলবে?” অন্যদিকে একজন পুরুষ রাত পর্যন্ত কাজ করলে বলি “কী অসাধারণ কমটিমেন্ট!” এই পার্থক্য কোনো নীতিমালায় লেখা থাকে না। এটি থাকে আমাদের চিন্তায়, আমাদের প্রত্যাশায় এবং সুযোগকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিতে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা সচেতনভাবে এটি করি না। তবুও অজান্তেই নারী ও পুরুষের জন্য ভিন্ন মানদ- তৈরি হয়ে যায়। আর ঠিকি সেখান থেকেই শুরু হয় সেই অদৃশ্য বৈষম্য, যা কোনো প্রতিদিন বা নীতিমালায় ধরা পড়ে না, কিন্তু একজন মানুষের ক্যারিয়ারের গতিপথ বদলে দিতে পারে। পরিবর্তনের অংশীদার কারা? নারীর কর্মজীবনে অগ্রযাত্রা শুধু নারীদের একা লড়াই নয়। এই পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িত আছেন পুরুষ সহকর্মী, ব্যবস্থাপক, স্বামী, পতি, ভাই এবং নীতিনির্ধারণকারীরাও। কারণ বৈচিত্র্যময় নতৃত্ব কোনো নারী ইস্যু নয়। এটি একটি নতুনত্বগত ও ব্যবসায়িক ইস্যু।

আমরা আসলে কী হারাই

যখন একজন মধ্যবী নারী কর্মক্ষেত্রে থেকে সরে যান বা নজিরে সম্ভাবনাকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেন, তখন ক্ষতিটা শুধু তাঁর ব্যক্তিগত নয়। একটি প্রতিষ্ঠান তার ভবিষ্যৎ নতৃত্বের সম্ভাবনাময় অংশ হারায়। একটি দল হারায় ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি একটি শিল্পক্ষেত্রে হারায় দক্ষ পেশাজীবী। একটি দেশে হারায় তার সম্ভাবনার একটি অংশ। ম্যাকনেসি গ্লোবাল ইনস্টিটিউট -এর গবেষণা দেখায়, নারীদের অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি বৈশ্বিক অর্থনীতিতে ট্রিলিয়ন ডলার সমপরিমাণ অতিরিক্ত অর্থনৈতিক মূল্য

সংযোজন করতে পারে। অর্থাৎ এটি শুধু সমতার প্রশ্ন নয়। এটি প্রবৃদ্ধির প্রশ্ন। এটি প্রতিযোগিতার প্রশ্ন। এটি ভবিষ্যৎ অর্থনীতির প্রশ্ন।

আমাদের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা

বাংলাদেশে নারীর কর্মসংস্থান বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে অগ্রগতির একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। কিন্তু প্রকৃত সাফল্য তখনই আসবে, যখন আমরা শুধু নারীদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করব না; বরং এমন পরিশে গড়ে তুলব, যখনে তাঁরা টকি থাকতে, বকশি হতে এবং নতৃত্বের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাতে পারবেন। কারণ একজন নারীকে নিয়োগ দেওয়া সহজ। কিন্তু তাঁকে তাঁর পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছাতে সহায়তা করা অনেক বেশি কঠিন। আর সেখানই আমাদের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। কারণ প্রশ্নটি আর শুধু নারীদের নিয়ে নয়। প্রশ্নটি বাংলাদেশের হারিয়ে যাওয়া সম্ভাবনাকে নিয়ে। আমরা কিস্তি নারীদের হারাচ্ছি? নাকি নিজদের ভবিষ্যৎকেই ছোট করে ফেলেছি? পরবর্তী পর্ব এ কর্মজীবনে নারীদের দৃশ্যমান এবং অদৃশ্য চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করবো যে বাধাগুলো আমরা দেখি, এবং যে বাধাগুলো আমরা দেখেও দেখতে চাই না। নারী কর্মক্ষেত্রে: তাঁরা কিস্তি হেরে যায়, নাকি আমরা তাঁদের হারিয়ে ফেলে? স্বপ্ন নিয়ে যাত্রা শুরু করা লক্ষ্য নারীর অদখো বাস্তবতা, সংগ্রাম, সম্ভাবনা, সাফল্য এবং মাঝপথে হারিয়ে যাওয়া নতৃত্বের অপকাশি গল্প।

(চলবে)